ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ আষাঢ় ১৪২৯, ১৫ জুন ২০২২

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-রাষ্ট্রপতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'Climate Change and Food Security in South Asia (CCFS) ' শীর্ষক ৩-দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৮ মে ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং ইউএনইএসসিএপি-এর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ (সিএনআরএস) যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 'সিসিএফএস'-এর আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান ড. মান্নাভা শিভাকুমার, ঢাকাস্থ ফ্রান্স দূতাবাসের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মি. গুইলাউমি অদ্রিন দি কারদেল, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডগলাস সিম্পসন, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব অধ্যাপক ড. পিট্টারি তালাস এবং সিএনআরএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. থিয়েরি হিউলিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন আয়োজক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. এএইচএম মুস্তাফিজুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি পূরণে এগিয়ে আসার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। তাই বৈশ্বিকভাবেই এর প্রতিকার করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার ওপর বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের অবশ্যই সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও তাদের সোচ্চার হতে হবে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য উন্নত দেশগুলোকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ ফলনশীল এবং বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য আরও গবেষণা চালানোর উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, টেকসই পরিবেশ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব প্রশমন এবং পানির নিরাপদ উৎস নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যেই 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' প্রণয়ন এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন এ ক্ষেত্রে গবেষকদের জন্য একটি অভিন্ন প্লাটফর্ম তৈরি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ইস্যুতে টেকসই কর্মকৌশল প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য অবদানের কথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৩৫জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন গত ২৪ মে ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর আর্টিক্যাল ২০(১)(এল) এবং (৩) অনুযায়ী মাননীয় উপাচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এই নির্বাচন পরিচালনা করেন। সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

নির্বাচিত শিক্ষকবৃন্দ হলেন: অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক মঈন সৈয়দ, অধ্যাপক ড. আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া, অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল, অধ্যাপক ড. মো. জিয়াউর রহমান, অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির, অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, অধ্যাপক ড. সীমা জামান, অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন, অধ্যাপক নিসার হোসেন, অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশিদ, সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান, অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহিম, অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমীন, অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঢাকা ঘোষণা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত 'Climate Change and Food Security in South Asia (CCFS)'-শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঢাকা ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়াকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের ৪০ভাগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দক্ষিণ এশিয়ায় সংঘটিত হয় উল্লেখ করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মেলন থেকে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। গত ২১ মে ২০২২ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে এসব সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে 'CCFS'-এর আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান ড. মান্নাভা শিভাকুমার এবং সম্মেলন আয়োজক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. এএইচএম মুস্তাফিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়া নেটওয়ার্ক এবং দক্ষিণ এশিয়া ক্লাইমেট আউটলুক ফোরাম গঠন, মাল্টিডিসিপ্লিনারি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, কৃষি পরামর্শ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মতো আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক পদ্ধতি চালু, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান ও ফসলের জাত উদ্ভাবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'Climate Change and Food Security in South Asia' শীর্ষক ৩-দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৮-২০ মে, ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ বঙ্গভবন থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ (সিএনআরএস) যৌথভাবে এই সম্মেলন আয়োজন করে।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন-এর ভিজিটিং প্রফেসর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল)-এর ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। গত ২৭ এপ্রিল ২০২২ ইউসিএল-এর প্রেসিডেন্ট এবং প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মাইকেল স্পেনসি'র স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাঁকে নিয়োগপত্র গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে (তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সিন্ডিকেট সভা অনুষ্ঠিত

শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন

যুগের চাহিদা এবং গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি সুপারিশ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ইউজিসি অধ্যাপক ড. হাসিনা খানকে আহ্বায়ক করে ১১-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩০ মে ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় এই কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। ডিনস্ কমিটির গত ১৬ মে ২০২২ তারিখের সভার সুপারিশ অনুযায়ী এই কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনঃবিন্যাস করার লক্ষ্যে পরামর্শ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। জাতীয় বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু, পরিধি ও শিখন প্রক্রিয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। শিল্পায়ন, উদ্যোক্তা তৈরি ও জাতীয় উন্নয়নে অধিকতর সহায়ক গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করবে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অসাম্প্রদায়িক, মানবিক, নৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধের আরও বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করবে। কমিটিকে আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন– ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, ইংরেজী বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিদ্দিক-ই-রব্বানী, আইন অনুষদের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. সীমা জামান, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ্ মিরান, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু এবং অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান।

আবদুল গাফফার চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

স্বাধীনতা পদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত কিংবদন্তী সাংবাদিক, কলামিস্ট ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরীর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৯ মে ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনের কালজয়ী গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'-এর রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন গর্বিত শিক্ষার্থী। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন এই গুণী সাংবাদিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

‘বাজেট ২০২২-২৩: অতিমারী থেকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক প্রাক বাজেট সংলাপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসির উদ্যোগে ‘বাজেট ২০২২-২৩: অতিমারী থেকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক প্রাক বাজেট সংলাপ-২০২২ গত ১৭ মে ২০২২ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি’র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে প্রাক বাজেট সংলাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, করোনা মহামারি পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমাদের অর্থনীতিসহ সকল উন্নয়নকে টেকসই করতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে করোনা মহামারি পরিস্থিতিতেও দেশের অর্থনীতি ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। দেশের এই উন্নয়নের ধারা আরও এগিয়ে নিতে সঠিকভাবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুশাসনের অভাবগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনে কাজ করার জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রবন্ধকারদ্বয় বলেন, বিদ্যমান ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা, দূরদর্শিতা এবং সামাজিক শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে। তারা করোনার প্রভাবে শিক্ষার ক্ষতি নিরূপণ এবং কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে স্বাধীন শিক্ষা ঘাটতি মোকাবেলা কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন।

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কাউয়ুম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাবি’র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য মো. রেজাউল করিম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল/হোস্টেল এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য ভাসমান স্টলে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। তিনি খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ, বিক্রয় ও প্রস্তুতকরণসহ সর্বক্ষেত্রে খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ধারাবাহিক এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল/হোস্টেল সমূহের ক্যান্টিন, মেস ও ক্যাফেটেরিয়ায় কর্মরত খাদ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন।

ঢাবি-এ গণিত বিষয়ক কর্মশালা সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে ১২দিনব্যাপী ‘Mathematical Epidemiology/Biology’ শীর্ষক Scientific Research School (কর্মশালা) গত ২০ মে ২০২২ সমাপ্ত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ এবং ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, স্পেন ও নরওয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিত প্রতিষ্ঠান CIMPA যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ স্পেন দুতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন ইমিলিয়া ক্লেমিন রেডন্ডো সম্মাননীয় অতিথি এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ ও স্পেনের ইউনিভার্সিটি কমপুলটেন্সি ডি মাদ্রিদ-এর অধ্যাপক আলিকজা বারবারা কুবিক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন CIMPA-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বর্তমান বিশ্ব করোনা মহামারি এবং জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করছে। সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে এই কর্মশালা আয়োজন করায় তিনি গণিত বিভাগ এবং CIMPA-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। করোনা মহামারি পরবর্তী বিভিন্ন সংকট মোকাবেলায় সরকার ও নীতিনির্ধারকদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, গণিত আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে। জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সঠিক সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা আয়োজন করেছে উল্লেখ করে তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, এই ধরণের আয়োজন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে গবেষকদের সেতুবন্ধন রচনা করে। তিনি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণ, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার জন্য শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আওয়ান আফিয়াজ স্নাতক (সম্মান) ২০২০ সনের পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ইনস্টিটিউটের সুবর্ণজয়ন্তী পদক-২০২১ লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৬ মে ২০২২ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হাতে পদক ও সনদ তুলে দেন। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি গবেষণা সংসদের নবীনবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ (ডিইউআরএস)-এর নবীনবরণ এবং স্নাতক পর্যায়ে গবেষণা ফেলোশিপ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান গত ৬ জুন ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি স্নাতক পর্যায়ে সেরা গবেষণা প্রস্তাবের জন্য বিজয়ী গবেষকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ডিইউআরএস-এর সভাপতি নাসরীন জেবিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের অধ্যাপক ড. এম হেলাল উদ্দিন আহমেদ, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. মনজুরুল করিম, কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগের চেয়ারপার্সন তাওহিদা জাহান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিইউআরএস-এর সাধারণ সম্পাদক মো. ইশতিয়াক উদ্দিন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গবেষণার সকল ধাপে সুষ্ঠু ও পরিশীলিত ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, গবেষণা ও উদ্ভাবন দেশের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রধান শর্ত। পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণে যুগোপযোগী গবেষণা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনে এগিয়ে আসার জন্য তিনি গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

স্নাতক পর্যায়ে সেরা গবেষণা প্রস্তাবের জন্য অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী নাফিস সাদিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাবাসসুম রাইসা এবছর গবেষণা ফেলোশিপ পুরস্কার লাভ করেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্যদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বার্ষিক প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

এসডিজি এবং যুগের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং যুগের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমিস্ট (বিএপিটি)-এর উদ্যোগে গত ২১ মে ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আয়োজিত বার্ষিক প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

বিএপিটি-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. এম. আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং ঢাকাস্থ আর এল পার্ক-এর সভাপতি নুরুল হক চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক প্রধান গবেষণা কর্মকর্তা ড. এম. খায়রুল আলম 'Plant Taxonomy and SDGs: Biodiversity Conservation and Utilization' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিএপিটি-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাগত বক্তব্য দেন এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বিজ্ঞানের যে সকল বিষয় এখনও আবিস্কৃত হয় নি সেগুলো চিহ্নিত করে গবেষকদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে এই সম্মেলন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনা ধারণ করে দেশ, জাতি ও মানব কল্যাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি গবেষণায় অনন্য অবদানের জন্য ৮জন বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক রহিম বি তালুকদার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রহিম বি তালুকদার-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৭ মে ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক রহিম বি তালুকদার ছিলেন আইবিএ’র একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ও গবেষক। বাংলাদেশে ব্যবসায় প্রশাসন শিক্ষায় অন্যতম অগ্রদূত এই অধ্যাপকের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আইবিএ’র পরিচালকসহ বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় এই গুণী অধ্যাপক ব্যবসায় প্রশাসন শিক্ষা প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক রহিম বি তালুকদার গত ১৭ মে ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

আবদুল গাফফার চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর) মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ ও সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বস্তুনিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে অনন্য অবদান রেছে গেছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, ছোটদের উপন্যাস ও নাটকসহ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে আমাদের শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যপ্রবাসী স্বনামধন্য সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী গত ১৯ মে ২০২২ লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

অধ্যাপক ড. খন্দকার মফিজুল মান্নানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. খন্দকার মফিজুল মান্নান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩ জুন ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. খন্দকার মফিজুল মান্নান ছিলেন খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী, প্রথিতযশা শিক্ষক ও গবেষক। অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এই পদার্থবিদের অসংখ্য মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। নিষ্ঠাবান, বিনয়ী ও সজ্জন প্রকৃতির এই গুণী অধ্যাপক বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য অধ্যাপক ড. খন্দকার মফিজুল মান্নান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. খন্দকার মফিজুল মান্নান গত ৩ জুন ২০২২ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. পিটার হাস গত ২ জুন ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় দূতাবাসের কর্মকর্তা মিস. শারলিনা হুসেইন-মরগান ও মিস রায়হানা সুলতানা এবং ঢাবি'র রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার ও জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রাষ্ট্রদূতকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবসময় নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা হয় উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশ ও জাতির চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষ ও যোগ্য গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে চলছে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে সমঝোতা স্মারক রয়েছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত মি. পিটার হাস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সবসময় উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা হচ্ছে। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য

অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. স্কট বোম্যান গত ২ জুন ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় মিসেস অনিতা বোম্যান, চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিস. জেনি রবার্টস এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও এনভায়রনমেন্ট অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডেভিড ইয়ং তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটির মধ্যে পরিবেশ, তথ্য-প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

স্পেনের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্পেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কৃষি খাদ্য বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় স্পেনের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মি. পিটার হাস গত ২ জুন ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. স্কট বোম্যান গত ২ জুন ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

আলেকজান্ডার পুশকিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শ্রদ্ধা নিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক ও কবি আলেকজান্ডার পুশকিন-এর ২২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৪ জুন ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অবস্থিত পুশকিনের ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় ঢাকাস্থ রাশিয়ান দূতাবাসের কাউন্সিলর এবং রাশিয়ান হাউজের ডিরেক্টর মি. ম্যাক্সি ডবরোখোতভ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আলেকজান্ডার পুশকিন ছিলেন রাশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত লেখক ও কবি। মাত্র ৩৭ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি রাশিয়ান ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন এবং প্রসারে অনন্য অবদান রেখেছেন। রাশিয়ার অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকরা জনপ্রিয় এই রোমান্টিক সাহিত্যিকের কবিতা, নাটক ও রচনার দ্বারা যুগে যুগে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং রাশিয়ার ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, বিখ্যাত লেখক ও কবি আলেকজান্ডার পুশকিন ১৭৯৯ সালের ৬ জুন রাশিয়ার মস্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ইউসিএল-এর রিস্ক এন্ড ডিজাস্টার রিডাকশন ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন, ক্লাস নেয়া ও যৌথ গবেষণা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন যুক্তরাজ্যের একটি পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি যুক্তরাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথিবীর প্রথম ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি। অধ্যাপক মাকসুদ কামাল শিক্ষা জীবনের সকল স্তরে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে তিনি ১ম শ্রেণিতে বি.এসসি (অনার্স) এবং এম.এসসি পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি নেদারল্যান্ডসের Twente University'র মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) থেকে Applied Geomorphology & Engineering Geology বিষয়ে ১৯৯৭ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং জাপানের Tokyo Institute of Technology থেকে Earthquake Engineering বিষয়ে ২০০৪ সালে ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশি-বিদেশি peer-reviewed জার্নালে তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বর্তমানে National Oceanographic and Maritime Institute (NOAMI)-এর Chairman-এর দায়িত্ব পালন করছেন। ড. মাকসুদ কামাল Bangladesh Society of Geoinformatics-এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল লক্ষ্মীপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২১ নভেম্বর ১৯৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ ফরিদ আহমেদ এবং মাতা মরহুমা মাছুমা খাতুন ছিলেন সমাজহিতৈষী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব।

গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনী গত ২৭ মে ২০২২ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, সমাজের সব প্রায়োগিক ক্ষেত্রে গণিতের ভূমিকা অসাধারণ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও অ্যালামনাইবৃন্দের মধ্যে যোগসূত্র আরও জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়তে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অ্যালামনাইবৃন্দ এগিয়ে আসবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাবি কর্মকর্তার জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার লাভ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে গত ১১ মে ২০২২ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের সাঁতার ক্যাটাগরিতে খেলোয়াড় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক নিবেদিতা দাস পুরস্কার অর্জন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ-এর নেতৃত্বে নব নির্বাচিত ঢাবি সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ গত ২৮ মে ২০২২ ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী পালিত

‘বিদ্রোহী’ কবিতার প্রাসঙ্গিকতা অফুরান- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, শতবর্ষ পূর্বে রচিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার প্রাসঙ্গিকতা অফুরান। যুগে যুগে সমাজের সব ক্ষেত্রে নজরুলের কবিতার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাই জাতীয় কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা কালজয়ী। গত ২৫ মে ২০২২ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি প্রাঙ্গণে কবি’র ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জন্মবার্ষিকীর এবারের প্রতিপাদ্য ‘বিদ্রোহীর শতবর্ষ’।

জাতীয় কবি’র ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভোরে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে কবি’র সমাধিতে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে কবি’র সমাধি প্রাঙ্গণে এক স্মরণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে একই বিভাগের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল মূল বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. দেবপ্রসাদ দাঁ-এর নেতৃত্বে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, কবি, লেখক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক কাজী নজরুলের অবস্থান শাশ্বত ও স্বতন্ত্র। সাহিত্য, কবিতা ও গানে তিনি যে দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সে নামেই তিনি পরিচিত হয়েছেন। তাই তিনি কখনও সাম্যের কবি, কখনও প্রেমের কবি, কখনও অসাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির কবি আবার কখনও বিদ্রোহী কবি। শোষণ, নিপীড়িন, বৈষম্য ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে কবি নজরুলের কবিতা ও গান আমাদের শক্তি ও অফুরান অনুপ্রেরণা যোগায় বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে কবি নজরুলকে জাতীয় কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। তাই জাতীয় কবিকে যথার্থভাবে সম্মানিত করতে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য।

আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ট্রাস্ট ফান্ড’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়াত আলহাজ্ব মকবুল হোসেন-এর স্ত্রী গোলাম ফাতেমা তাহেরা খানম ৫০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৬ মে ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য লাউঞ্জে

আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রয়াত আলহাজ্ব মকবুল হোসেন-এর দু’পুত্র আহসানুল ইসলাম টিটু, এমপি ও মজিবুল ইসলাম পান্না, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত আলহাজ্ব মকবুল হোসেন-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে তিনি কাজ করে গেছেন। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি খাতের উন্নয়নেও তিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন।

উল্লেখ্য, সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২০ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং ঢাবি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বিশিষ্ট এই রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি দেশে বিভিন্ন হাসপাতাল, শিল্প প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল/হোস্টেলের প্রাধ্যক্ষ/ওয়ার্ডেন এবং হল মেস, ক্যাফেটেরিয়া ও ক্যান্টিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ৩১ মে ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল এন্ড রিসার্চ ফেয়ার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে ‘ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল এন্ড রিসার্চ ফেয়ার’ গত ১৭ মে ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই ফেস্টিভ্যাল উদ্বোধন করেন।

আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব এবং সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কে এম আজম চৌধুরী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুগোপযোগী শিক্ষা এবং জাতির চাহিদা অনুযায়ী প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ সমূহের যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এলক্ষ্যে আমাদের দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের প্রতি আহবান জানান। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণার মানোন্নয়নে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী এই ক্যারিয়ার ফেস্টিভ্যাল এন্ড রিসার্চ ফেয়ারে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ঢাবি এবং ভারতের বালিপাড়া ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিনিময়ের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের বালিপাড়া ট্র্যাক্ট এন্ড ফ্রন্টিয়ার্স ফাউন্ডেশনের মধ্যে গত ১৬ মে ২০২২ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বালিপাড়া ট্র্যাক্ট এন্ড ফ্রন্টিয়ার্স ফাউন্ডেশনের চিফ কমিউনিকেশন্স আর্কিটেক্ট মিস. কারিশমা আহমেদ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শামীম শামছি, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বালিপাড়া ট্র্যাক্ট এন্ড ফ্রন্টিয়ার্স ফাউন্ডেশন বন, কৃষি-বাস্তুবিদ্যা, জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় করা হবে। এই দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে সেমিনার, বৈজ্ঞানিক কর্মশালা ও সম্মেলন আয়োজন করবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভারতের বালিপাড়া ট্র্যাক্ট এন্ড ফ্রন্টিয়ার্স ফাউন্ডেশনে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বালিপাড়া ট্র্যাক্ট এন্ড ফ্রন্টিয়ার্স ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। এই উদ্যোগ বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫